

সাক্ষাৎ
কা
ইযহার

(সত্যের জয়)

হযরত মির্বা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী
প্রতিশ্রুত মসীহ ও ইমাম মাহ্দী (আ.)

সাক্ষাৎ
কা
ইযহায

(সত্যের জয়)

হযরত মির্বা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী
প্রতিশ্রুত মসীহ ও ইমাম মাহ্দী (আ.)

সাক্ষাৎ কং ইযহাৰ

(সত্যের জয়)

হযরত মির্য়া গোলাম আহমদ কাদিয়ানী
প্রতিশ্রুত মসীহ ও ইমাম মাহ্‌দী (আ.)

সাক্ষাৎ ক্বা ইযহাৰ

(সত্যের জয়)



গ্রন্থস্বত্ব	ইসলাম ইন্টারন্যাশনাল পাবলিকেশন্স লি., ইউ. কে.
প্রকাশনায়	আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ ৪ বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১
মূল	হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী প্রতিশ্রুত মসীহ ও ইমাম মাহ্দী (আ.)
ভাষান্তর	মওলানা ফিরোজ আলম (আরবী অংশ) মওলানা শেখ মোস্তাফিজুর রহমান (উর্দু অংশ)
প্রকাশকাল	১ম প্রকাশ: অক্টোবর, ২০২৫
সংখ্যা	২০০০ কপি
মুদ্রণে	ইন্টারকন এসোসিয়েটস্ ৪৫/এ, নিউ আরামবাগ মতিঝিল, ঢাকা-১০০০।

Sachcha'i ka Izhar
(The Truth Revealed)

সাক্ষাৎ ক্বা ইযহাৰ
(সত্যের জয়)

by

Hazrat Mirza Ghulam Ahmad^{as}

The Promised Messiah and Imam Mahdi

1st Published in Bangladesh in October 2025

Translated into Bangla by

Maulana Feroz Alom (Arabic part)

Maulana Sheikh Mostafizur Rahman (Urdu part)

Published by

Ahmadiyya Muslim Jama'at, Bangladesh

4 Bakshi Bazar Road, Dhaka-1211, Bangladesh

© Islam International Publications Ltd., U. K.

ISBN: 978-984-991-055-8

লেখক পরিচিতি



প্রতিষ্ঠাতা মসীহ ও ইমাম মাহদী হযরত মির্‌যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) ১৮৩৫ সালে ভারতের পাঞ্জাব প্রদেশের কাদিয়ান নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি আজীবন পবিত্র কুরআন-এর গবেষণা ও মাহাত্ম্য অনুসন্ধান, দোয়া ও একান্ত ধর্মপরায়ণ জীবনযাপন করেন। চারদিক হতে ইসলামের বিরুদ্ধে নোংরা অপবাদ,

আক্রমণ, মুসলমানদের চরম অবনতি, নিজ ধর্মবিশ্বাসে সন্দেহ, সংশয় ও নামমাত্র ধর্ম পালন ইত্যাদি অবলোকন করে তিনি ইসলামের যথার্থ ও পরিপূর্ণ রূপ প্রকাশের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। তাঁর বিশাল রচনাসমগ্র (প্রায় ৮৮টি পুস্তক), বক্তৃতা, আলোচনা, ধর্মীয় বিতর্ক (বাহাস) প্রভৃতিতে তিনি অকাট্য যুক্তি উপস্থাপন করে সাব্যস্ত করেন, ইসলামই একমাত্র জীবন্ত ধর্ম এবং একমাত্র এরই বিশ্বাসসমূহ ধারণ ও পালন করার মাধ্যমে মানবকুল তার পরম স্রষ্টার সাথে সম্পর্ক ও যোগাযোগ স্থাপন করতে পারে। পবিত্র কুরআনের শিক্ষা ও ইসলাম ধর্মের বিধিবিধানই কেবল মানবজাতিকে নৈতিকতা, উন্নততর বুদ্ধিবৃত্তি এবং আধ্যাত্মিকতার স্বর্ণশিখরে পৌঁছাতে পারে। তিনি ঘোষণা করেন— কুরআন, বাইবেল ও হাদীসের ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে মসীহ ও মাহদী হিসেবে নিযুক্ত করেছেন। ঐশী আদেশে ১৮৮৯ সাল হতে তিনি তাঁর হাতে সকলকে একত্র হবার জন্য বয়আত গ্রহণ করা শুরু করেন যা এখন বিশ্বের ২২০-এর অধিক দেশে কোটি কোটি মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে গেছে। ১৯০৮ সালে প্রতিশ্রুত হযরত মসীহ (আ.)-এর মৃত্যুর পর হযরত মওলানা হেকীম নুরুদ্দীন (রা.) খলীফাতুল মসীহ আউয়াল (রা.) প্রথম খলীফা নির্বাচিত হয়ে তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন।

১৯১৪ সালে খলীফাতুল মসীহ আউয়াল (রা.)-এর মৃত্যুর পর হযরত মসীহ মওউদ ও ইমাম মাহদী (আ.)-এর প্রতিশ্রুত পুত্র হযরত মির্যা বশীর উদ্দীন মাহমুদ আহমদ (রা.) দ্বিতীয় খলীফা নির্বাচিত হয়ে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। হযরত মির্যা বশীর উদ্দীন মাহমুদ আহমদ (রা.) প্রায় ৫২ বছর খলীফাতুল মসীহ হিসেবে তাঁর কার্যক্রম চালিয়ে যান। ১৯৬৫ সালে তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর বড়ো পুত্র ও ইমাম মাহদীর প্রতিশ্রুত পৌত্র হযরত মির্যা নাসের আহমদ (রাহে.) খলীফা নির্বাচিত হন। প্রায় ১৭ বছর জামা'তের অভূতপূর্ব সেবা করার পর ১৯৮২ সালে তাঁর তিরোধান হয়। এরপর তাঁর ছোটো ভাই হযরত মির্যা তাহের আহমদ (রাহে.) খলীফা নির্বাচিত হন। ১৯ এপ্রিল ২০০৩ সালে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত খলীফাতুল মসীহ রাবে হযরত মির্যা তাহের আহমদ (রাহে.) জামা'তকে বিশ্বময় ব্যাপক পরিচিতি ও বর্তমানের শক্তিশালী অবস্থায় আনার ক্ষেত্রে বলিষ্ঠ নেতৃত্ব প্রদান করেন। হযরত মির্যা মসরুর আহমদ, খলীফাতুল মসীহ আল-খামেস (আই.) নিখিলবিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের পঞ্চম খলীফা, আধ্যাত্মিক পিতা ও প্রধান হিসেবে বর্তমানে নেতৃত্ব দান করে চলেছেন এবং তিনি প্রতিশ্রুত মসীহ (আ.)-এর আধ্যাত্মিক আশিস লাভকারী এক সৌভাগ্যবান প্রপৌত্র।

ভূমিকা

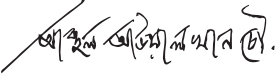


ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকের ভারতবর্ষে খ্রিষ্টান মিশনারিরা ইসলাম ধর্মের ওপর প্রতিনিয়ত নিত্যনূতন হামলা করছিল, আবার তখন হিন্দু-আর্য আন্দোলনও মুসলমানদের জন্য চ্যালেঞ্জ হিসেবে আবির্ভূত হয়। এছাড়া কিছু মুসলিম আলেমও তাদের হীনস্বার্থে সত্য গোপন করবে আর সত্যের বিরুদ্ধাচরণকে পেশা হিসেবে অবলম্বন করে। এই অস্থির পরিস্থিতিতে কাদিয়ান নামের ছোট্ট গ্রামে নিভূতে বসবাসকারী হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.) দাবি করেন— আল্লাহ তা'লা তাকে প্রেরণ করেছেন ইসলামকে পুনরুজ্জীবিত ও পুনর্বাসিত করার জন্য। তিনি আরো দাবি করেন, তিনিই সেই প্রতিশ্রুত মসীহ ও মাহদী— যার আগমনের কথা পবিত্র কুরআন ও হাদীসে পূর্বেই প্রদান করা হয়েছে।

তঁার এই ঘোষণা মুহূর্তেই আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়। একদিকে বহু মানুষ তঁার দাবি মেনে নিয়ে তঁার হাতে বয়আত করে ইসলামের সত্য ও সুন্দর শিক্ষার সাথে সম্পৃক্ত হয়, অন্যদিকে খ্রিষ্টান প্রচারক, হিন্দু পণ্ডিত এমনকি কিছু মুসলিম আলেমও তঁার বিরুদ্ধে তীব্র প্রচারণা আরম্ভ করে দেয়। বিতর্ক, প্রকাশ্য সভা, পত্রপত্রিকা— এককথায় সর্বত্র এই বিরোধিতার ঝড় পরিলক্ষিত হয়। অপরদিকে কেবল ভারতেই নয় বরং সুদূর মক্কা-মদীনা এবং সিরিয়ার বড়ো বড়ো আলেমরাও তঁার দাবির সত্যতা স্বীকার করে তঁার ইসলামসেবার ভূয়সী প্রশংসা করে পত্র লেখে এবং তঁার হাতে দীক্ষা গ্রহণ করে।

এমনই এক জটিল ও উত্তাল পরিস্থিতিতেই রচিত হয় ‘সাচ্চায়ী কা ইয়হার’। এই গ্রন্থে তিনি শুধু নিজের দাবির পক্ষে যুক্তি দেন নি, বরং প্রকাশ্যে প্রতিপক্ষকে মুবাহালার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি আল্লাহর কাছে এ মর্মে প্রার্থনা করেন, সত্যের পক্ষে যারাই আছে, আল্লাহ তাদেরকে বিজয় দান করুন এবং মিথ্যাবাদীদের শাস্তি দিন। এই পুস্তিকায় আবদুল্লাহ আখমের সাথে ধর্মীয় বিতর্ক, শেখ মোহাম্মদ হুসাইন বাটালবির দ্বিচারিতা ও খ্রিষ্টানদের সাথে আঁতাত আর হযরত মির্যা সাহেবের দাবির সত্যায়নমূলক আরব আলেমদের পত্রাবলিও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

আশা করি, এই পুস্তক পাঠে একদিকে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের সদস্যদের ঈমান দৃঢ় হবে আর অপরদিকে আহমদী বিরোধীদের সত্যপথ প্রাপ্তির পথও সুগম হবে। এই পুস্তিকা অনুবাদ ও ছাপার কাজে যারাই ভূমিকা রেখেছেন, খোদা তা'লা তাদের প্রয়াস গ্রহণ করে সকলকে উত্তম পুরস্কার দিন, আমীন।

আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী.

আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী

ন্যাশনাল আমীর

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ

ঢাকা

১০ অক্টোবর ২০২৫



সাম্রাটায়ী বগ ইযহাৰ

(সত্যের জয়)



ٹائٹل بار اوّل

رسالہ موسوم بہ

سچائی کا ظہور

جس میں عبد اللہ انجم صاحب رئیس امرت سرسبھی کا بشرط مغلوبیت

اسلام لانے کا اقرار نامہ ہے اور نیز بعض

فاضل اور مستند علماء و عرب شام

کی اس عاجز کی نسبت

تصدیق

==

مطبع ریاض ہند امرتسر میں چھپا

تعداد جلد ۷۰۰

قیمت ۱ روپائی

۱۹۵۷ء سالہ مودیت 'ساچھائی کا ایہہار' پوسٹیکار مूल ٹائیٹل پوجہر اترتیلپی

পুস্তিকার নাম—

সাম্ভাৰী কা ইযহাৰ

(সত্যের জয়)

এই পুস্তিকায় অন্তৰ্ভুক্ত রয়েছে অমৃতসরের
নেতৃস্থানীয় খ্রিষ্টান আব্দুল্লাহ আখম সাহেবের
পরাজয়ের শর্তে ইসলাম গ্রহণের অঙ্গীকার।
তদুপরি রয়েছে আরব ও সিরিয়ার কিছু বিদ্বান ও
সুপণ্ডিত ব্যক্তিবর্গ কর্তৃক এই অধর্মের স্বপক্ষে
সত্যায়ন।

মুদ্রণ: রিয়াযে হিন্দ, অমৃতসর

মূল্য: ৬ পয়সা

সংখ্যা: ৭০০ কপি

১৮৯৩ সালে মুদ্রিত 'সাম্ভাৰী কা ইযহাৰ' পুস্তিকার মূল টাইটেল পেজের অনুবাদ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
نُحَمِّدُهُ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ

শেখ মোহাম্মদ হোসেন বাটালবি সাহেবের 'ইশাআতুস সুন্নাহ'-র মাধ্যমে পাদরি সাহেবদের ধর্মীয় বিষয়ে উল্লেখযোগ্যভাবে লাভবান হওয়া প্রসঙ্গে

আমেরিকান মিশন প্রেস লুথিয়ানায় ডা. হেনরি মার্টিন ক্লার্ক এম.ডি. মেডিকেল মিশনারি, অমৃতসর-এর পক্ষ থেকে এই অধর্মের বিপক্ষে ১২ মে ১৮৯৩ সালে এক বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়েছে। এতে শেখ মোহাম্মদ হোসেন বাটালবি, যিনি 'মৌলবি' নামে পরিচিত, তার প্রতি এক অর্থে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হয়েছে। এটি আসলে খ্রিষ্টানদের জন্য কৃতজ্ঞতার বিষয়ই ছিল কারণ ডা. সাহেব এই অধর্মের সঙ্গে ইসলাম ও খ্রিষ্টধর্ম নিয়ে গবেষণা, বিশ্লেষণ এবং সত্য-মিথ্যা যাচাইয়ের উদ্দেশ্যে বিতর্ক করতে সম্মত হয়েছিলেন বটে, কিন্তু চিন্তাভাবনার পর ডা. সাহেবের মাঝে এক ধরনের আতঙ্ক পরিলক্ষিত হয়।

সত্য কথা হলো, প্রতিদ্বন্দ্বিতার সময় মানুষকে খোদা বানাতে গিয়ে প্রতিপক্ষের শরীর কেঁপে ওঠে। খোদা ছাড়া অন্য কোনো খোদা নেই, আর মানুষ- মানুষ ছাড়া কিছু নয়। چه نسبت خاک را با قادر پاك (পবিত্র ও সর্বশক্তিমান খোদার সঙ্গে কি মাটির মানুষের কোনো তুলনা চলে? -অনুবাদক) মোটকথা, পাদরি সাহেবদের মনে যখন এই আশঙ্কা জাগ্রত হলো যে, ইসলাম ধর্মের সরল সঠিক শিক্ষার সামনে (বিকৃত) খ্রিষ্টধর্মের সব গোমার কোথাও ফাঁস না হয়ে যায়, তাই এই বিতর্ক কোনোভাবে স্থগিত করার চেষ্টা করা হয়। মনে করা হয়, এ বিপদ কোনোভাবে টলে গেলেই ভালো আর এতেই মঙ্গল নিহিত। এই দুশ্চিন্তা ও অস্থিরতার সময় তারা শেখ সাহেবের কাছ থেকে ভালোই সহায়তা পেয়েছে। সম্ভবত শেখ সাহেব নিজ উদ্যোগেই গোপনে পাদরি সাহেবদের

প্রতি সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়ে থাকবেন, কারণ ডা. সাহেব আমাকে যে পত্র লিখেছেন এবং ‘ইশাআতুস সুন্নাহ’-র যে-সব বিষয় উল্লেখ করেছেন, সেসব বাক্য বা ভাষা শেখ সাহেবের লেখার সঙ্গে অত্যন্ত সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল। শেখ সাহেবকে যদি শপথমূলে জিজ্ঞেস করা হয়, তাহলে তিনি হয়ত তা অস্বীকার করবেন না। এছাড়া ‘নূরে আফশাঁ’ পত্রিকার সেই পরিশিষ্ট যা ১২ মে ১৮৯৩-এ প্রকাশিত হয়েছিল এবং বর্তমানে আমাদের হাতে রয়েছে, তা যদি গভীর মনোযোগ দিয়ে দেখি তবে তা-ও একই সাক্ষ্য প্রদান করে। অতএব সেই বক্তব্যটি হলো—

আপনারা (হে জাভিয়ালাবাসীরা!) এমন একজন ব্যক্তিকে (অর্থাৎ এই অধমকে) বিতর্কের জন্য উপস্থাপন করছেন, যাকে প্রথমত একজন মুসলমান হিসেবেও কল্পনা করা দুর্লভ। আপনারা কোন অলীক ভাবনায় পড়ে আছেন? পাঞ্জাব ও হিন্দুস্থানের মুসলমান আলেমরা মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর বিরুদ্ধে যে ফতোয়াগুলো প্রকাশ করেছে, আপনারা কি সেই ফতোয়াগুলো দেখেন নি? তারা উল্লিখিত ফতোয়ায় লিখেছেন, “আমরা প্রশ্ন উত্থাপনকারীর প্রশ্নের প্রেক্ষিতে যে জবাব দিয়েছি এবং কাদিয়ানীর বিরুদ্ধে যে ফতোয়া দিয়েছি, সেটি সঠিক আর কুরআন, সুন্নাহ ও উম্মতের আলেমদের বক্তব্য তা সমর্থন করে। আপামর মুসলমানের এমন দাজ্জাল মিথ্যাবাদী সম্পর্কে সতর্ক থাকা উচিত এবং তার সঙ্গে তারা যেন কোনোরূপ ধর্মীয় সংশ্রব না রাখে যে-রূপ মুসলমানদের পরস্পরের মাঝে থাকা উচিত। তার সাহচর্যও যেন গ্রহণ না করে আর তাকে যেন আগবাড়িয়ে সালাম না দেয়। তাকে দাওয়াতে যেন না ডাকে আর তার নিমন্ত্রণ যেন গ্রহণ না করে। তার পেছনে যেন নামায না পড়ে এবং তার জানাযায় যেন অংশ না নেয়। সে ধর্মের এক চোরবিশেষ এবং রোগ বৃদ্ধির উপাদান। এ ব্যক্তি দাজ্জাল, মিথ্যাবাদী, অভিশপ্ত, নাস্তিক, ইসলাম থেকে বহিস্কৃত কাফের, বরং সবচেয়ে বড়ো নোংরা কাফের। এ ব্যক্তি ইবলীসের বিভ্রান্তিতে পড়েছে এবং অন্যদেরও বিভ্রান্ত করছে। এ ব্যক্তি আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামা’ত থেকে বিচ্যুত, অনেক বড়ো দাজ্জাল, বরং কানা দাজ্জাল এবং ধর্মের আবরণে জাগতিক স্বার্থসিদ্ধিকারী।”

আরো বিস্তারিত যদি দেখতে চান, তাহলে ‘ইশাআতুস সুন্নাহ আন-নববিয়া’ বইটি মৌলবি আবু সাঈদ মোহাম্মদ হোসেন সাহেবের কাছ থেকে সংগ্রহ করে দেখতে পারেন। দাম মাত্র আট পয়সা এবং লাহোরেও পাওয়া যেতে পারে।

আপনারা আশ্চর্যজনক ভ্রমে নিপতিত, কেননা এখনও এই বইটি দেখেন নি। আপনাদের ও জাভিয়ালার মুসলমানদের উদ্যম প্রশংসনীয়! আপনারা এমন একজন ব্যক্তিকে নেতা বানিয়েছেন যার জানাযা পড়াও বৈধ নয়! বাহবা সাহেব বাহবা, কত বিস্ময়কর আপনাদের আত্মপ্রসাদ!

এখন গুরুত্ব-সহকারে ভাবা উচিত, পাদরি সাহেবরা মিয়া বাটালবি এবং তাঁর ‘ইশাআতুস সুন্নাহ’ থেকে কতটা উপকৃত হয়েছেন এবং আমাদেরকে কাফের আখ্যাদানকারী সাহেবরা বিরোধীদের কতটা সুযোগ করে দিয়েছেন। তবে আনন্দের বিষয় হলো, ‘ইশাআতুস সুন্নাহ’-র বরাতে লেখা এই বিভ্রান্তিকর পত্রটি দেখেও জাভিয়ালার ঈমানদার লোকেরা একটুও দোদুল্যমান হন নি। জাভিয়ালার মিয়া মোহাম্মদ বখশ, পাদরি সাহেবদের খুবই দাঁতভাঙা উত্তর দিয়েছেন এবং তিনি লেখেন—কোনো ধর্মই বিতর্কের উর্ধ্বে নয়, খ্রিষ্টানরাও এর বাইরে নয়। আর আমরা নিজেরাও এমন মৌলবিদেরকে নৈরাজ্য সৃষ্টিকারী মনে করি, যারা ইসলামের একজন সাহায্যকারী মুসলমানকে কাফের আখ্যা দেয়।

সাধারণ ঘোষণা

সত্যের অকাট্য প্রমাণ হিসেবে আমার পক্ষ থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আরবী তফসীর ও কাসীদা লেখার বিষয়ে যে পত্র লেখা হয়েছিল, শেখ বাটালবি সাহেব ‘ইশাআতুস সুন্নাহ’-তে দুইবার দৃঢ়ভাবে অঙ্গীকার করেছিলেন যে, এর উত্তর আমি অবশ্যই অমুক অমুক তারিখে প্রেরণ করব আর এতে কোনো ব্যত্যয় হবে না, কিন্তু সেই উভয় তারিখ অতিক্রান্ত হয়েছে ১৬ দিন হলো আর আল্লাহই ভালো জানেন, আরো কত দিন অতিক্রান্ত হয়ে যাবে! শেখ সাহেবের বার বার প্রতিশ্রুতি দেওয়া এবং আবার তা ভঙ্গ করা এ কথার সুস্পষ্ট প্রমাণ বহন করে যে, তিনি বর্তমানে কোনো বিপদের সম্মুখীন।

মাত্র তিন দিন পূর্বের কথা, অমৃতসর থেকে একটি সংক্ষিপ্ত বার্তা আমার কাছে আসে, যাতে বলা হয়, কতিপয় মৌলবি বলছেন- “এই বিতর্কে যদি ‘হযরত ঈসা (আ.)-এর জীবন-মৃত্যু’ বিষয় নিয়ে আলোচনা হতো তাহলে আমরা অবশ্যই ডা. ক্লার্ক সাহেবের দলে যোগ দিতাম।” তাই, শেখ সাহেব এবং তাঁর সহযোগীদের জ্ঞাতার্থে এই সাধারণ ঘোষণা করা হচ্ছে, বরং দিব্যি দিয়ে বলা হচ্ছে- এই অলীক ধারণাও মন থেকে বের করে দিন। হযরত ঈসা (আ.)-এর জীবন-মৃত্যু নিয়ে ডা. ক্লার্ক সাহেবের সাথে অবশ্যই বিতর্ক হবে এবং আপনারা তাঁকে (তথা ডা. ক্লার্ককে) সর্বাঙ্গিক সাহায্য করুন।

وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يُخْزِي الْكَافِرِينَ. وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

(আর জেনে রাখুন! নিশ্চয় আল্লাহ মিথ্যাবাদীদের লাঞ্ছিত করেন। আমাদের সকল দোয়ার সারাংশ হলো, সব প্রশংসা আল্লাহর- যিনি জগৎসমূহের প্রতিপালক-প্রভু।- অনুবাদক)

ডা. মার্টিন ব্লার্ক সাহেবের এক অলীক ধারণার নিরসন

ডা. সাহেব তাঁর ১২ মে ১৮৯৩-এর এক বিজ্ঞাপনে— যা লুথিয়ানা থেকে প্রকাশিত, ‘নূরে আফশাঁ’ পত্রিকার পরিশিষ্ট হিসেবে মুদ্রিত হয়েছে, শেখ বাটালবি সাহেবের ‘ইশাআতুস সুন্নাহ’ পার্শ্বে এমন এক ভ্রান্তিতে নিপতিত হয়েছেন অথবা তিনি মানুষকে এ মর্মে বিভ্রান্ত করতে চেয়েছেন (বলে মনে হয়) যে, ‘বিশ্বস্ত ও স্বীকৃত ইসলামী আলেমগণ এই অধমকে কাফের বলে ঘোষণা দিয়েছেন! তাই সর্বসাধারণের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে, সকল নির্ভরযোগ্য মুসলিম আলেম-ওলামা, যাঁদেরকে আল্লাহ জ্ঞান ও পুণ্যকর্মে সৌন্দর্যমণ্ডিত করেছেন এবং যাঁদেরকে ঈমানী বিচক্ষণতার জ্যোতি দান করেছেন, তারা এই অধমের সঙ্গেই আছেন। বর্তমানে তাদের সংখ্যা প্রায় চল্লিশ হবে। পক্ষান্তরে দ্বিতীয়পক্ষের সাথে অধিকাংশ এমন লোক রয়েছে যারা কেবল নামসর্বস্ব মৌলবি আর যারা জ্ঞান ও কর্মগত শ্রেষ্ঠত্বে রিজহস্ত। অধমের এই বক্তব্য যদি ডা. সাহেবের কাছে অতিশয়োক্তি বলে মনে হয় তাহলে ডা. সাহেব নিজে একটি বিতর্কসভায় অংশ নিয়ে অভিজ্ঞতা লাভ করতে পারেন, যেখানে এই অধমের দলভুক্ত প্রকৃত আলেমদের সঙ্গে বিরোধী পক্ষের আলেমদের বিতর্ক হবে।

এমন একটি সভা ১৫ জুন ১৮৯৩-এর মধ্যে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে, যেখানে আমাদের বিরোধী মৌলবি গোলাম দস্তগীর এবং লাহোরের তাঁর সমমনা আলেমরা উপস্থিত থাকবেন আর আমাদের পক্ষ থেকে একজন বা দুইজন প্রকৃত আলেমকে প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য মনোনীত করা হবে। এরপর পাদরি সাহেব নিজেই প্রত্যক্ষ করবেন যে, খোদাভীরু আলেম, নির্ভরযোগ্য পণ্ডিত কোন পক্ষে রয়েছে আর নামধারী মৌলবি ও বিশৃঙ্খল প্রকৃতির লোকেরা কোন পক্ষে আছে। প্রসিদ্ধ (ফার্সী) প্রবচন রয়েছে যে, *شنيده کے بود مانند دیدہ* [‘শোনা কথা কীভাবে চোখে দেখা বিষয়ের মতো হতে পারে’— অনুবাদক]। একজন কৃপণ ব্যক্তির কলম থেকে উৎসারিত একতরফা বক্তব্য বিবেকবান ব্যক্তির চোখে কোনো গুরুত্ব ও মর্যাদা রাখে না, বরং প্রকৃত সত্য সবসময় পরীক্ষা করলেই প্রকাশ পায়। এছাড়া ডাক্তার সাহেব একথাও জানেন যে, ইসলামের নির্ভরযোগ্য আলেমদের কেন্দ্রভূমি হলো দুই পবিত্র নগরী তথা মক্কা ও মদীনা। আল্লাহ এই শহর দুটিকে মহিমা, সম্মান ও কল্যাণে সমৃদ্ধি দান করুন। ইসলামে এই আরব দেশ, বিশেষ করে মক্কা ও মদীনাকে ধর্মের নিবাস বলে গণ্য করা হয়। এই পবিত্র

স্থানগুলোর কলিজার টুকরো বা সবচেয়ে মহান সন্তানরা এবং নির্ভরযোগ্য পণ্ডিত ব্যক্তিরা এই অধম লেখকের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে চলেছেন। উদাহরণস্বরূপ আমি তিনজন পুণ্যবান ব্যক্তির লিখিত বক্তব্য নিম্নে তুলে ধরছি।

(একজন সুপণ্ডিত আরব, যিনি এক বড়ো শহরে আরবী সাহিত্য ইত্যাদির শিক্ষক, তিনি এই অধমের ‘আয়েনায়ে কামালাতে ইসলাম’ ও ‘তবলীগ’ পুস্তকের উচ্চ ভাষাশৈলী ও বাগ্মিতার বিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান করেছেন।)

ভাই মুকাররম মৌলবি হাফেয মুহাম্মদ ইয়াকুব সাহেব দেবাদুন থেকে লেখেন,

“আমি বিশ্বাস করি, আপনিই যুগ-ইমাম আর আল্লাহর সমর্থনপুষ্ট। আলেমদেরকে আল্লাহ অবশ্যই আপনার শিকারে পরিণত করেছেন, নিদেনপক্ষে দাস বানিয়েছেন। আপনার বিরোধীরা কখনও সফল হবে না। আল্লাহ আমাকে আপনার সেবক হিসেবে জীবিত রাখুন এবং সেই অবস্থায় মৃত্যু দান করুন। হে আল্লাহ! তুমি এমনই করো। একজন সিরিয়ান আরব আলেম এই মুহূর্তে আমার পাশে বসে আছেন, যিনি একজন সাইয়েদ ও বড়ো সাহিত্যিক। খাঁটি আরবী কাব্যের হাজার হাজার লাইন তাঁর মুখস্থ আছে— তাঁর সাথে আপনার বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। তিনি বিদ্যার সাগর আর আমি একজন সাধারণ মানুষ, কিন্তু ‘তাওয়াফফী’ শব্দের বিতর্কে কিছু করে উঠতে পারেন নি। আপনার আরবী ভাষায় লেখা ‘আয়েনায়ে কামালাতে ইসলাম’ গ্রন্থের একটি আরবী উদ্ধৃতি তাঁকে দেখানো হলো। তিনি বলে উঠলেন, আল্লাহর কসম! এই বাক্যগুচ্ছ কোনো আরবের পক্ষেও লেখা সম্ভব নয়, হিন্দুস্থানীদের তো প্রশ্নই ওঠে না। এরপর মহানবী (সা.)-এর প্রশংসায় লিখিত আপনার কাসীদা দেখালাম। সেটি পড়ে তিনি অশ্রুসিক্ত হয়ে পড়েন আর বলেন, আল্লাহর কসম! এ যুগের আরবদের কবিতা আমার কখনও ভালো লাগে নি, সেক্ষেত্রে ভারতীয়দের কবিতা ভালো লাগার তো প্রশ্নই ওঠে না, কিন্তু এই পঙক্তিগুলো আমি মুখস্থ করব। এরপর বলেন, আল্লাহর কসম! যে ব্যক্তি এর চেয়ে ভালো লেখার দাবি করে, সে আরব হলেও— নিঃসন্দেহে সে অভিশপ্ত মুসায়লামা কায্যাব। পরিশেষে বলেন, আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, এটি ঐশীবাণী আর ঐশী সমর্থনের নিদর্শন; মানুষের লেখা নয়। আমার প্রাণ, পরিবার ও সন্তানসন্ততির আপনার জন্য নিবেদিত।”

এক জ্ঞানী আরবের পক্ষ থেকে এই অধমের কাছে লেখা অনুরাগভরা পত্র

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يا من أنشد نسيم الاشتياق عن وسيم وصفه، واستنشق عباهر
الأزاهر من شميم عطره وعبير عرفه. أحيط حضرتك العالية
بأسرار الأسرار وأعيد سعادتك السامية من نوائب الأقدار،
لا زالت سفن نجاتك تجري فى بحار العلوم، وألوية سيادتك
معقودة لحل إشكالات المنطوق والمفهوم، ولا برحت الجباه
لعلو حضرتك ساجدة والأفواه بالثناء على محاسن ذاتك
شاهدة. لا أحصي ثنائى عليك ولا دعائى وشوقى إليك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية عن وِدٍّ أكيدٍ وقلب لم
يكدره تنكيد. أما بعد فإن راقم الأحرف قد هبت به نسيم
الامال وزعزعت له لواعج الانتقال حتى قذفته سهام الأقدار
فى بلدة هذه الديار، فجمعت طرقت الاتفاق بتقدير الملك
الخلاق بالأخ الرفيق والمولى الشفيق الحافظ المولوي محمد
يعقوب وقاه الله من ورطات العيوب ووهيدات الذنوب فى بلدة
دهره دون لازال رحبها بالمواهب الإلهية مشحون، فأخذنا
نجني ثمار الأخبار وندير أقداح التذكار عما مضى وتقدم

من الأزمان والآثار حتى أفضى بنا الحديث إلى هذا الزمان
فذكرت حضرتكم العلية فسألته عن بيانها بوجه التفصيل
والإيضاح فأخبرني بالجناب ومناقبه بما كان أهلاً له حتى ثنى
عنان فكري، واستمال عطف خاطري إلى مشاهدة الذات لما
سمعت من بديع الصفات. إذا الكلام صفة لقائله، ولا يخفى
ما في المشاهدة من عميم الفائدة، ولذلك طلبها الكليم عليه
السلام ولم يمنعني من تلك إلا مشقة الطريق وتوقد الرمضاء
واصفار اليد وخرق الجيب وعدم الراحة. (شعر)

ولو أتيّ أطير لطرت شوقاً إليك ولم أكن عن ذاك ناهي
ولكن أجنحي قصت وصيرت وكيف يطير مقصوص الجناح
وعلى كل حال، فإن عدم ذلك بالأقدام فممكّن أن يكون
بالأقلام لاسيما وقد قيل القلم أحد اللسانين والمراسلة نصف
المواصلة، ولكن ليس الخبر كالعيان إذ هو عين اليقين إلا أنا
إذا فقدنا الماء صرنا إلى بديله. والسلام.

অনুবাদ:

হে সে ব্যক্তি, যার গুণরাজির অপরূপ সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে মৃদুমন্দ বায়ু গেয়ে উঠেছে। আমি তাঁর আতরের সৌরভ ও তত্ত্বজ্ঞানের সুগন্ধি হতে পুষ্পরাজির সুবাস গ্রহণ করছি। আপনার মহান সত্তা সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতম রহস্য দিয়ে পরিবেষ্টিত আর আপনার মহান বৈশিষ্ট্যাবলিকে নিয়তির অশুভ প্রভাব থেকে মুক্ত রাখা হয়েছে। আপনার মুক্তিদায়ক নৌযানগুলো জ্ঞান ও আধ্যাত্মিক নিপুণতার সাগরে বিচরণশীল। আপনার নেতৃত্ব প্রকাশিত ও অন্তর্নিহিত সকল সমস্যা সমাধানের জন্য বিশেষভাবে নিবেদিত।

ললাট চিরকাল আপনার মহান সত্তার সম্মুখে অবনত আর মুখ আপনার সত্তার সৌন্দর্যের প্রশংসায় রত। আমি আপনার গুণগান গাওয়ার সামর্থ্য রাখি না আর আপনার জন্য দোয়া ও আপনার সাথে সাক্ষাতের আকুলতা কোনো বাঁধন মানে না। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। এটি (সালাম) এমন একটি উপহার যা অত্যন্ত প্রেমময় ও হৃদয় নিংড়ানো, যাকে কোনো কষ্ট ও বিপদ কলুষিত করতে পারে না। এরপর নিবেদন হলো, এই পত্রের লেখককে আশার শ্লিষ্ট সমীরণ বয়ে নিয়ে চলেছে এবং বিচ্ছেদ বেদনা তাকে কাঁপিয়ে তুলেছে। একপর্যায়ে ভাগ্যের তির তাকে এই দেশের এক শহরে নিয়ে এসেছে। তখন শ্রুতি প্রভুর নিয়তি, কাকতালীয়ভাবে তার প্রিয় ভাই ও স্নেহশীল বন্ধু হাফেয মৌলবি মুহাম্মদ ইয়াকুবের সাথে মিলিত করে— আল্লাহ তাকে দেৱাদুন শহরে দোষত্রুটি ও পাপের গর্ত থেকে রক্ষা করুন যার আঙিনা সর্বদা ঐশী নিয়ামতে পূর্ণ থাকে। অতঃপর আমরা সময় ও ইতিহাসের গর্ভ থেকে যা কিছু অতীত ও বিগত হলো, তার তথ্যরূপী ফল আহরণ এবং স্মৃতির পেয়ালা আবর্তন করতে শুরু করলাম। একপর্যায়ে আলোচনা সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত পৌছায়। তখন আপনার মহান ব্যক্তিত্বের কথা উল্লেখ করা হলো, তাই আমি তার কাছে সে সম্পর্কে বিস্তারিত ও স্পষ্টভাবে বর্ণনা করার অনুরোধ করলাম। তিনি আমাকে আপনার সম্পর্কে ও আপনার যথাযোগ্য গুণাবলি সম্পর্কে অবহিত করলেন। এমনকি আমি যখন আপনার অপূর্ব গুণাবলির কথা শুনলাম তখন আমার চিন্তার মোড় এবং আমার মনোযোগ আপনার সত্তার দর্শন লাভের প্রতি নিবদ্ধ হলো। যেখানে কথা বক্তার গুণের প্রতিফলন হয়ে থাকে সেখানে দর্শনে যে ব্যাপক কল্যাণ নিহিত থাকে— তা অজানা কোনো বিষয় নয়। এজন্যই কালীমুল্লাহ [মুসা (আলাইহিস সালাম)] তা কামনা করেছিলেন। অবশ্য পথের কষ্ট, প্রখর রোদের তাপ, হাত হলুদ বর্ণ ধারণ, পোশাকের ছেঁড়া অবস্থা এবং বাহনের অভাব সেই সাক্ষাতের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

আমি যদি উড়তে পারতাম, তোমার প্রেমে পাগল হয়ে

উড়ে চলে যেতাম, কখনও পিছপা হতাম না।

কিন্তু আমার পাখা কেটে দেওয়া হয়েছে, ছেটে দেওয়া হয়েছে,

আর কাটা ডানার পাখি কী করে উড়বে?

তবে যাহোক, পায়ে হেঁটে হয়ত এটি সম্ভব নয় কিন্তু কলমের মাধ্যমে তা সম্ভব হতে পারে, কেননা বিশেষত যখন বলা হয়— ‘কলম দুটি জিহ্বার মধ্যে একটি আর পত্র হলো অর্ধেক সাক্ষাৎ’, কিন্তু শোনা কথা চোখে দেখার মতো নয়, কারণ চাক্ষুষ দর্শনই প্রকৃত নিশ্চয়তা বিধান করে। তবে আমরা যখন পানি না পাই, তখন এর বিকল্পের আশ্রয় নিয়ে থাকি। আপনার প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক।

এই অধমের পক্ষ থেকে আরব আলেমের ভালোবাসা-সুরভিত পত্রের উত্তর

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده ونصلي على رسوله الكريم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد فاعلم يا محبي
ومخلصي، قد وصلني كتابكم العزيز، وإذا فتحته ونظرت إليه
وقرأته وفهمت ما فيه، فإذا هو من حب حفي وتقي وفهيم
وذكي، ناقد بصير ذي رأي صائب وعقل عزيز إلى فقير،
عرضة تكفير، مهجور صغير وكبير. فحمدتُ الله على أنه
وهب لي كمثلك محبًا مسلمًا من العرب العرباء وبشرني به
نسيم محبة تلك الشرفاء وكنت قد غمقت كتابًا لأرسله إلى
ديار العرب والشام لعلني أنصر من تلك الكرام، فوجدت
مكتوبك في أسعد الأيام وحسبته باكورة جنى العرب،
وتفاءلتُ به لإصلاح الشرق والغرب. وتاقت نفسي أن
أوطني^{1☆} الله ثراك لأفوز بمرآك. يا أخي إن علماء هذه الديار
قد أكفروني وكذبوني ورموني بالبهتان، وتمايلوا علي باللعن

والطعن والهذيان، فبرأت من تلك العلماء وعلمهم. ولحقت بمن يشك في سلمهم، وإني أرى خواطرهم تشابه خواطر اليهود في ظن السوء والتجاسر أمام الرب المعبود. أصرروا على إكفاري وجاهدوا لإضراري. وكفروا مؤمنًا موحدًا في التحرير والتقرير. وما ندموا على بادرة التكفير وظنوا أن الوقت ليس وقت ظهور مجدد يحدّد الدين، ويرجم الشياطين. أما رأوا أن الغاسق قد وقب ومهجة الخير قد انتقب. والعدو صال على حصن الإسلام ونقب. وأخذ الظلام موضع النور وعقب. وظهر قوم على الأرض يعبد الصليب ويتخذ إلهًا العبد الضعيف الغريب، ويضل البعيد والقريب. ما في أيديهم إلا المكر والزور أو المال الموفور. فتهدى إليهم العمي والعور. ودخل في شركهم الزمر والجمهور. وعسى أن يدرك هذا العطب أكثر المسلمين، ويفنون من أيدي المغتالين. فنظر الله إلى الأمة المرحومة ووجدهم المستضعفين، فأرسل عبدًا من عباده ليحدّد الدين ويقيم البراهين. يا أخي إن هذه الأيام ليل دامس وطريق طامس، فرأى الله تعالى مفاصل هذا الزمان وتطايير فتن الدوران وظلام الكفر والطغيان وقيام

الخلق على شفا النيران. فأعطى بفضلہ مصباحًا يؤمنهم العثار
وينير السّنن والآثار. وإني قصصت عليكم بعض هذه الآلام
لثُدركم رقة على غربة الإسلام. فإني أراك فتى صالحًا ومن
المخلصين المحبّين وقد أسررتني بكلمات محبتك وسلّيت بأقوال
مودتك غريبًا مهجور القوم ومورد الطعن واللوم فجزاك الله
ورحمك وهو أرحم الراحمين. آمين

الراقم العبد الضعيف مهجور القوم غلام أحمد عفا عنه

অনুবাদ:

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। হে আমার প্রিয় ও নিষ্ঠাবান বন্ধু! আপনার জ্ঞাতার্থে বলছি, আপনার সম্মানজনক পত্র আমার হস্তগত হয়েছে। আমি যখন তা খুলে দেখলাম ও পড়লাম এবং এর অন্তর্নিহিত ভাব বুঝলাম তখন দেখলাম যে, এটি গভীর ভালোবাসা পোষণকারী, ধর্মভীরু, বুদ্ধিমান, মেধাবী, তীক্ষ্ণ বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন সমালোচক, সঠিক মতামত লালনকারী, এক সুস্থ বিবেকের অধিকারী ব্যক্তির পক্ষ থেকে একজন দীনহীন, কুফরী ফতোয়ায় জর্জরিত ব্যক্তির কাছে লেখা, যাকে ছোটো-বড়ো সবাই পরিত্যাগ করেছে। তখন আমি আল্লাহর প্রশংসা করলাম যে, তিনি আমাকে খাঁটি আরবদের মধ্য থেকে আপনার মতো একজন সাক্তনাদাতা বন্ধু দান করেছেন। আর তার মাধ্যমে সেই সম্ভ্রান্তদের ভালোবাসা-সুরভিত মুদুমন্দ বাতাস দিয়ে আমাকে সুসংবাদ দিয়েছেন। আমি এই আশা নিয়ে আরব ও শাম (তথা সিরিয়া-অনুবাদক) দেশে পাঠানোর জন্য একটি পুস্তক রচনা করেছিলাম যে, সেই মহৎ ব্যক্তিবর্গ থেকে সাহায্য পাবো। তখন আমি এই সবচেয়ে শুভলক্ষণে আপনার পত্র পেলাম এবং এটিকে আরবদের ফসলের প্রথম ফল মনে করলাম, আর এটিকে পূর্ব ও পশ্চিমের সংস্কারের জন্য শুভ লক্ষণ দেখলাম। আল্লাহর কাছে আমি আকুল হয়ে চাইলাম যে, তিনি যেন আপনার ভূমিকে আমার বাসস্থান বানিয়ে দেন, যাতে আমি আপনার দর্শন লাভ করতে পারি। হে আমার ভাই! এ দেশের আলেমরা আমাকে কাকের আখ্যা দিয়েছে, আমাকে মিথ্যাবাদী আখ্যায়িত করেছে আর আমার প্রতি বিভিন্ন প্রকার অপবাদ আরোপ

করেছে। তারা আমাকে অভিসম্পাত, তীর্থক হামলা এবং অপলাপের লক্ষ্যে পরিণত করেছে। তাই আমি সেই সকল আলেম ও তাদের জ্ঞানের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করলাম আর আমি তাদের তথাকথিত ইসলামে সন্দিহান হয়ে পড়লাম। উপাস্য প্রভুর সম্মুখে কুধারণা ও ধৃষ্টতায় আমি তাদের হৃদয়কে ইহুদীদের হৃদয়ের সদৃশ পেয়েছি। তারা আমাকে কাফের সাব্যস্ত করতে উঠেপড়ে লেগেছে আর আমার ক্ষতি করাই ছিল তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য। তারা রচনা ও বক্তৃতায় একজন একত্ববাদী মু'মিনকে কাফের আখ্যায়িত করেছে। তড়িঘড়ি করে তারা যে আমাকে কাফের আখ্যায়িত করেছে— এজন্য তাদের কোনো অনুশোচনা হয় নি। তাদের ধারণা হলো, ধর্মের সংস্কার আর শয়তানকে প্রস্তরাঘাত করার এখনও সময় হয় নি। তারা কি দেখে না, অমানিশা ছেয়ে গেছে এবং কল্যাণের পথ তমসাচ্ছন্ন হয়ে গেছে। শত্রু ইসলামের দুর্গে হামলা করে তাতে ফাঁল সৃষ্টি করেছে। অন্ধকার আলোর স্থান দখল করে নিয়েছে এবং এর স্থলাভিষিক্ত হয়েছে। পৃথিবীতে এমন সম্প্রদায় আবির্ভূত হয়েছে যারা ক্রুশের উপাসনা করে এবং দুর্বল ও অক্ষম-অসহায় বান্দাকে উপাস্য হিসেবে অবলম্বন করে। তারা দূর-নিকটের সবাইকে পথভ্রষ্ট করে। তাদের হাতে রয়েছে শুধু প্রতারণা, মিথ্যা অথবা সম্পদের প্রাচুর্য। তাই অন্ধ ও দৃষ্টিহীনরা তাদের দিকে আকৃষ্ট হয়। বিভিন্ন (বিশেষ) দল ও সাধারণ মানুষ তাদের জালে আটকা পড়ে। সম্ভবত এই বিপর্যয়ের ফলে অধিকাংশ মুসলমানের ধ্বংস হওয়া এবং এই গুপ্তঘাতকদের হাতে নিশ্চিহ্ন হবার উপক্রম হয়। তখন আল্লাহ করুণার পাত্র এই উন্মত্তের দিকে দৃষ্টি দিলেন এবং তাদের দুর্বল অবস্থায় পেলেন। তখন তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্য থেকে একজনকে ধর্মের সংস্কার এবং ইসলামের সত্যতার প্রমাণাদি তুলে ধরার উদ্দেশ্যে পাঠালেন। হে আমার ভাই! এই দিনগুলো ঘন অমানিশার রাততুল্য আর পথগুলো হলো অন্ধকারাচ্ছন্ন। আল্লাহ তা'লা এই যুগের বিশৃঙ্খলা, যুগের ফিতনার সর্বত্র ছড়িয়ে পড়া, কুফর ও সীমালঙ্ঘনের অন্ধকার এবং সৃষ্টিকুলের আগুনের কিনারায় দগুয়মান অবস্থা প্রত্যক্ষ করলেন। তাই তিনি নিজ অনুগ্রহে একটি প্রদীপ দান করলেন, যা তাদের হোঁচট খাওয়া থেকে নিরাপদ রাখবে এবং সুন্নত ও হাদীসসমূহের আলোকিত ব্যাখ্যা দান করবে। আমি সেসব কষ্টদায়ক বিষয়ের কিছু আপনার কাছে বর্ণনা করলাম যাতে ইসলামের বিপন্ন অবস্থা দেখে আপনার হৃদয়ে কাঁদে। কারণ আমি আপনাকে একজন সং-যুবক এবং নিষ্ঠাবান বন্ধুদের একজন বলে মনে করি। আপনার ভালোবাসাপূর্ণ কথাগুলোর মাধ্যমে আপনি আমাকে মুক্ত করেছেন এবং আপনার প্রীতিভরা বাণী দ্বারা আপনি আমার মতো অসহায়, জাতি কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত এবং নিন্দা ও দোষারোপের লক্ষ্য এক ব্যক্তিকে সাত্ত্বনা দিয়েছেন। সুতরাং খোদা আপনাকে পুরস্কৃত করুন এবং আপনার প্রতি কৃপা করুন, কেননা তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ দয়া প্রদর্শনকারী। আমীন।

মির্যা গোলাম আহমদ,

আল্লাহর অধম বান্দা, আল্লাহ তাকে ক্ষমা করুন।

মক্কানিবাসী এক আরব আলেমের পত্র

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق
أجمعين. إلى حضرة الجنب المحترم المكرم العزيز الأكرم مولانا
ومرشدنا وهاديننا ومسيح زماننا غلام أحمد حفظه الله تعالى،
آمين ثم آمين يارب العالمين. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته، قد وصلنا كتابكم العزيز وقرأنا وفهمنا ما فيه وحمدنا
الله الذي أنتم بخير وعافية ويا سيدي أطلب من الله ثم من
جنابكم العفو والسماح فيما قد أخطأت. ويا سيدي أنا
ولدك وخادمك ومحسوب على الله ثم إلى جنابكم وإن شاء الله
تعالى أنا تبت وعزمت على أن لا أعود أبدًا ولا أتكلم بمثل
الكلام الذي ذكر قط. جمل الله حالكم وشكر الله فضلكم والسلام.

الراقم أحقر العباد محمد بن أحمد مكي

قد عجبني الكلام الذي ذكرت في الكتاب. الحمد لله
الذي وعدني بملاقة جنابكم، لا شك ولا ريب أنك أنت
من عند الله آمنا وصدقنا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

الراقم محمد بن أحمد مكي

অনুবাদ:

সমস্ত প্রশংসা বিশ্বপ্রতিপালক আল্লাহর। দরুদ ও সালাম সমগ্র সৃষ্টিকুলের সর্বশ্রেষ্ঠ মানবের প্রতি। জনাব পরম শ্রদ্ধেয় ও সম্মানিত মহান ও উদার ব্যক্তিত্ব, আমাদের মনিব, পথপ্রদর্শক, হিদায়াতদাতা এবং যুগ-মসীহ, হযরত গোলাম আহমদ (আ.)-এর প্রতি। আল্লাহ তা'লা তার সুরক্ষা করুন, আমীন, সুম্মা আমীন, হে জগৎসমূহের প্রতিপালক!

অতঃপর নিবেদন হলো, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুল্হু। আপনার সম্মানিত পত্র আমাদের কাছে পৌঁছেছে এবং আমরা তা পড়েছি ও এর মর্ম উপলব্ধি করেছি। আল্লাহর প্রশংসাকীর্তন করছি যে, আপনি ভালো আছেন, সুস্থ আছেন। হে আমার নেতা! আমার ভুলত্রুটি জন্য প্রথমে আল্লাহর কাছে তারপর আপনার দরবারে ক্ষমা ও মার্জনা প্রার্থনা করছি। হে আমার নেতা! আমি আপনার সেবক এবং সন্তানতুল্য। প্রথমে আল্লাহর, তারপর আপনার কাছে জবাব দিতে দায়বদ্ধ। ইনশাআল্লাহ তা'লা আমি তওবা করেছি এবং দৃঢ় সংকল্প করেছি যে, আর কখনও এমন ভুল হবে না এবং এমন কথা আর কখনও বলব না, যেমনটি উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ আপনার জীবন সুন্দর করুন এবং আপনার শ্রেষ্ঠত্বের জন্য আপনাকে পুরস্কৃত করুন।

লেখক: খাকসার মুহাম্মদ ইবনে আহমদ মক্কী

পত্রে যে কথা আপনি উল্লেখ করেছেন তা আমাকে মুগ্ধ করেছে। সকল প্রশংসা মহান আল্লাহর, যিনি আমাকে আপনার সাথে সাক্ষাতের সুযোগের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আপনি যে আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত, এতে কোনো সন্দেহ নেই। আমরা ঈমান এনেছি ও সত্যায়ন করেছি।

وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

(আমাদের সকল দোয়ার সারাংশ হলো, সব প্রশংসা আল্লাহর- যিনি জগৎসমূহের প্রতিপালক-প্রভু।)

লেখক: মুহাম্মদ ইবনে আহমদ মক্কী

আরব আলেম সৈয়দ আলী, পিতা শরীফ মুস্তফার পত্রের সারাংশ

সৈয়দ সাহেব আরব, এক দীর্ঘ পত্রে রসূলশ্রেমে একটি কবিতা রচনা করেছেন আর গদ্যে একটি দীর্ঘ অনুচ্ছেদ লিপিবদ্ধ করেছেন। এর দীর্ঘ বাক্যগুলোর একটি হলো:

إلى جناب الأجل الناقد البصير طود العقل الغزير وكوكب
الشرق المنير ذي الحزم وإلهام الله الكبير، صاحب الإلهام ركن
الدولة الأبدية، سلطان الرعية الإسلامية ميرزا غلام أحمد.
فضائله تلوح كالكوكب في الآفاق للجاهل والعاقل. بحر
الندى الذي لا يرى له الساحل، ومنبع العلوم والعطايا التي
هي صافية المناهل.

অনুবাদ:

“মহান সমালোচক, বিচক্ষণ, বুদ্ধিমত্তার পর্বত, প্রাচ্যের উজ্জ্বল নক্ষত্র, দৃঢ়চেতা ও প্রজ্ঞাবান, এলহাম লাভকারী, চিরন্তন রাজ্যের স্তম্ভ, ইসলামী প্রজাদের বাদশা মির্যা গোলাম আহমদ সাহেবের প্রতি। তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব ও পাণ্ডিত্য আকাশের নক্ষত্রের ন্যায়, জ্ঞানী ও অজ্ঞ সকলের কাছে প্রকাশিত। তিনি দান ও উদারতার অপার সাগর। এছাড়া তিনি জ্ঞান ও দানের প্রশ্রবণ— যার উৎস হলো অত্যন্ত নির্মল।”

আশা করি অন্য কোনো সুযোগে এই আরব পণ্ডিতের কাসীদা ও বিস্তারিত চিঠি প্রকাশ করা হবে। আপাতত প্রমাণ হিসেবে এতটুকু যথেষ্ট।

পরাজিত হলে মিস্টার আবদুল্লাহ আথম সাহেবের মুসলমান হয়ে যাবার প্রতিশ্রুতি— যিনি ডা. মার্টিন ক্লার্ক সাহেব এবং অন্যান্য খ্রিষ্টানদের প্রতিনিধি ছিলেন

আমরা অমৃতসরের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি অবসরপ্রাপ্ত সাবেক এক্সট্রা অ্যাসিস্টেন্ট, মিস্টার আবদুল্লাহ আথম সাহেবের সেই প্রতিশ্রুতি নিম্নে তুলে ধরছি, যেটি তিনি ডা. মার্টিন ক্লার্ক এবং জাভিয়ালার খ্রিষ্টানদের পক্ষ থেকে পরাজয়ের ক্ষেত্রে ইসলাম গ্রহণের নিমিত্তে প্রদান করেছিলেন। উল্লিখিত ব্যক্তি নিজ অঙ্গীকারনামায় স্পষ্ট ভাষায় স্বীকারোক্তি প্রদান করেছেন যে, তিনি যদি যুক্তিপ্রমাণভিত্তিক বিতর্কে অথবা কোনো নিদর্শন দেখার কারণে পরাজিত হন তাহলে তিনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করবেন। অঙ্গীকারনামা নিম্নরূপ:

মি. আবদুল্লাহ আথম সাহেবের ০৯ মে, ১৮৯৩ তারিখের পত্রের প্রতিলিপি স্থান: অমৃতসর

“কাদিয়ানের সম্মানিত রঙ্গস জনাব মির্যা গোলাম আহমদ সাহেব!

এই অধমসংক্রান্ত আপনার ‘হুজ্জাতুল ইসলাম’ গ্রন্থের জবাবে আমার সবিনয় নিবেদন হলো, আপনি অথবা অন্য কোনো ব্যক্তি যদি কোনোভাবে অর্থাৎ অলৌকিক চ্যালেঞ্জ বা অকাট্য যৌক্তিক প্রমাণের মাধ্যমে কুরআনের শিক্ষাকে বাস্তব ও খোদার পবিত্র গুণাবলির সাথে সঙ্গে সংগতিপূর্ণ প্রমাণ করতে পারেন তাহলে আমি ঘোষণা করছি— আমি মুসলমান হয়ে যাব। জনাব! এই সনদ আপনি নিজের কাছে রাখুন। তবে দয়া করে আমাকে পত্রিকায় বিজ্ঞাপন ছাপানোর দায় থেকে অব্যাহতি দিন।”

স্বাক্ষর

মিস্টার আবদুল্লাহ আথম সাহেব

মৌলবি আবদুল হক গজনবির চ্যালেঞ্জের জবাবে মির্যা সাহেবের ‘মুবাহালা-র ঘোষণাপত্র’ তারিখ: ২৬ শাওয়াল, ১৩১০ হিজরি

১৩১০ হিজরি সনের ২৬ শাওয়াল, মৌলবি আবদুল হক গজনবির একটি মুবাহালার ঘোষণাপত্র আমার গোচরীভূত হয়েছে। তাই এই বিজ্ঞাপন জারি করা হলো যে, আমি এ ব্যক্তি এবং অনুরূপ প্রত্যেক ‘মুকাফফির’ (অর্থাৎ যারা আমাকে কাফের বলে) যারা আলেম বা মৌলবি আখ্যায়িত হন, তাদের সঙ্গে মুবাহালা করতে প্রস্তুত। সর্বশক্তিমান আল্লাহ চাইলে আশা করি, আমি তৃতীয় বা চতুর্থ যিলকদ ১৩১০ হিজরির মধ্যে আমৃতসরে পৌঁছে যাব এবং মুবাহালার তারিখ নির্ধারিত হলো ‘দশম যিলকদ’, কিন্তু যদি বৃষ্টিপাত বা অন্য কোনো বিশেষ কারণে তা সম্ভবপর না হয় তাহলে হবে ‘একাদশ যিলকদ’ ১৩১০ হিজরিতে, যা কোনো অবস্থাতেই পরিবর্তনযোগ্য নয়।

মুবাহালার স্থান মরহুম খান বাহাদুর মোহাম্মদ শাহ-এর মসজিদের সন্নিহিতবর্তী ‘ঈদগাহ’ নির্ধারিত হলো। দিনের প্রথমভাগে যেহেতু প্রায় বারোটা পর্যন্ত খ্রিষ্টানদের সাথে ইসলামের সত্যতা সম্পর্কে এই অধর্মের একটি বিতর্ক অনুষ্ঠিত হবে এবং এই বিতর্ক একাধারে বারো দিন পর্যন্ত চলমান থাকবে, তাই যারা আমাকে কাফের আখ্যায়িত করে আমার সাথে মুবাহালা করতে চান, তারা দুপুর দুইটা থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত সময় পাবেন। সেই সময়ে তারা দশম যিলকদে বা যদি কোনো অজুহাত থাকে তবে একাদশ যিলকদ ১৩১০ হিজরি তারিখে আমার সাথে মুবাহালা করতে পারেন। দশম যিলকদ নির্ধারণের পেছনে উদ্দেশ্য হলো অন্য আলেমদের এই মুবাহালায় অংশ নেবার সুযোগ করে দেওয়া, যারা কিবলামুখী হয়ে নামায আদায়কারী এই বিনয়ী মুসলমানকে কাফের বলে থাকেন।

তাদের মধ্যে কতিপয় হলেন: মুহিউদ্দিন লখোওয়ালে; মৌলবি আবদুল জব্বার সাহেব; শেখ মোহাম্মদ হোসেন বাটালবি; মুন্সি সা’দুল্লাহ, হাইস্কুল শিক্ষক, লুধিয়ানা; আবদুল আযীয ওয়ায়েয, লুধিয়ানা; মুন্সি মোহাম্মদ ওমর, প্রাক্তন কর্মচারী, লুধিয়ানা; মৌলবি মোহাম্মদ হাসান সাহেব, রঙ্গুস, লুধিয়ানা; মির্যা নবীর হোসেন সাহেব, দিল্লি; পীর হায়দার শাহ সাহেব; হাফিয আবদুল মানান, ওযিরাবাদি; মির্যা আব্দুল্লাহ টোঙ্কি; মৌলবি গোলাম দস্তগীর, কসুরি; মৌলবি শাহে দীন সাহেব; মৌলবি মুশতাক আহমদ,

হাইস্কুল শিক্ষক, লুথিয়ানবি; মৌলবি রশীদ আহমদ গাঙ্গোহি; মৌলবি মোহাম্মদ আলী ওয়ায়েয, বোপারান, গুজরানওয়ালানিবাসী; মৌলবি মোহাম্মদুল ইসহাক ও সুলায়মান, পাটিয়ালানিবাসী; জহুরুল হাসান, সাজ্জাদা নাশীন, বাটোলা; মৌলবি মোহাম্মদ কর্মচারী করীম বখশ ছাপাখানা, লাহোর প্রমুখ।

উক্ত ব্যক্তিবর্গ আমাদের রেজিস্ট্রিকৃত ঘোষণাপত্র পৌঁছার পরও যদি মুবাহালার স্থানে না আসেন, তাহলে এটি এ কথার অকাট্য প্রমাণ সাব্যস্ত হবে যে, তারা মূলত আমাকে কাফের আখ্যা দেবার বিষয়ে নিজেদেরকেই মিথ্যাবাদী, সীমালঙ্ঘনকারী ও পথভ্রষ্ট মনে করে। বিশেষভাবে, সর্বাপ্রাে শেখ মোহাম্মদ হোসেন বাটালবি সাহেবের জন্য অমৃতসরে নির্ধারিত তারিখে মুবাহালা-র ময়দানে উপস্থিত থাকা আবশ্যক হবে, কেননা তিনি নিজেই মুবাহালার অনুরোধ করেছিলেন। মনে রাখা দরকার, আমরা বার বার মুবাহালা করতে চাই না, কারণ মুবাহালা কোনো হাসি-তামাশা নয়। এখনই সকল ‘মুকাফফির’-এর (বা কাফের আক্ষ্যাদাতাদের) বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়ে যাওয়া উচিত।

অতএব যারা এখন আমাদের এই বিজ্ঞাপনের পরে পিছু হটবে এবং নির্ধারিত তারিখে উপস্থিত হবে না, ভবিষ্যতে তাদের মুবাহালার আবেদন করার আর কোনো অধিকার থাকবে না; আর তখন তাদের পেছন থেকে কাফের বলা হবে নির্লজ্জতা। কাফের আখ্যাদানকারীদের সামনে সত্যের যাবতীয় প্রমাণ স্পষ্টভাবে তুলে ধরার উদ্দেশ্যে এই বিজ্ঞাপন রেজিস্ট্রি ডাকে পাঠানো হচ্ছে, যেন এরপর বিরুদ্ধবাদীদের আর কোনো অজুহাত দেখানোর সুযোগ না থাকে। এরপরও কাফের আখ্যাদানকারীরা যদি মুবাহালা না করে এবং ‘তাকফীর’ (তথা কাফের আখ্যা দেওয়া) থেকে বিরত না থাকে তাহলে এটি আমাদের পক্ষ থেকে তাদের বুঝানোর অন্তিম প্রয়াস।

পরিশেষে এটাও মনে রাখা দরকার, মুবাহালার আগে কাফের আখ্যাদানকারীদের সম্মুখে সাধারণ জনসভায় আমরা যে মুসলমান, সে বিষয়ে যুক্তিপ্রমাণ উপস্থাপনের অধিকারও আমাদের থাকবে।

وَالسَّلَامُ عَلَىٰ مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَىٰ [অর্থাৎ শান্তি বর্ষিত হোক তার ওপর— যে সঠিক পথ অনুসরণ করে— অনুবাদক]

প্রচারক— অধম মির্যা গোলাম আহমদ,

৩০ শাওয়াল, ১৩১০ হিজরি

সত্যের চূড়ান্ত প্রমাণ

শেখ মোহাম্মদ হোসেন বাটালবি যদি মুবাহালার জন্য দশম যিলকদ ১৩১০ হিজরিতে উপস্থিত না হন তাহলে সেদিন থেকে ধরে নিতে হবে যে, তাঁর বিরুদ্ধে পূর্বে কৃত ভবিষ্যদ্বাণী অর্থাৎ ‘তিনি কাফের বলা থেকে তওবা করবেন’- পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয়েছে। পরিশেষে আমি দোয়া করি- হে সর্বশক্তিমান আল্লাহ! এই মুবাহালার আহ্বান আর স্থান, শহর ও সময় নির্ধারিত হবার পরও আমার প্রতিপক্ষ যদি মুবাহালার জন্য ময়দানে না আসে এবং কাফের আখ্যা দেওয়া ও গালমন্দ করা থেকে বিরত না হয় তাহলে তুমি এই অত্যাচারী, বিদ্রোহী ও নৈরাজ্যবাদী ব্যক্তিকে অভিশপ্ত করো আর তাকে লাঞ্ছনায় জর্জরিত করো, আমীন, সুম্মা আমীন।*

يا أيها المكفرون تعالوا الى أمر هو سنة الله ونبيه لإفحام المكفرين المكذبين. فإن توليتم فاعلموا أن لعنة الله على المكفرين الذين استبان تخلفهم وشهد تخوفهم أنهم كانوا كاذبين

অনুবাদ:

“হে কাফের আখ্যাদানকারী লোকেরা! এমন এক বিষয়ের দিকে আসো, যা মিথ্যাবাদী কাফের ঘোষণাকারীদের নিরস্ত্র করার জন্য আল্লাহ ও তাঁর নবী (সা.)-এর রীতি। তোমরা যদি মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে জেনে রাখো! আল্লাহর অভিশাপ সেসব কাফের আখ্যাদাতাদের ওপর- যাদের পিছু হটা স্পষ্ট হয়ে গেছে আর তাদের ভয় পাওয়া সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, তারা নিঃসন্দেহে মিথ্যাবাদী।”

বিনীত-

মির্খা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী

* এখানে কাফের ফতোয়া প্রদানকারী সকল আলেমকে দশম যিলকদ ১৩১০ হিজরি, অমৃতসরের নির্ধারিত স্থানে মুবাহালার জন্য একত্রিত হবার আহ্বান জানানো হলো।

Sachcha'i ka Izhar

(*The Truth Revealed*)

Sachchā'ī kā Izbār (The Truth Revealed) published in May 1893 is a brief compilation of letters, articles, and public announcements that preceded the well-known debate, *Jang-e-Muqaddas* (the Holy War), between the Promised Messiah^{as} and the Christian missionary Abdullah Atham.

This debate challenge was initiated by the Christians and its name, *Jang-e-Muqaddas*, was selected by them as well. At the end of the booklet, the Promised Messiah^{as} announces his acceptance of a *mubāhalah* (prayer duel) challenge issued by Abdul-Haqq Ghaznavi.

The Promised Messiah^{as} also lists the names of twenty other ulema whom he invites to come forward against him and either accept the *mubāhalah* challenge or acknowledge defeat through their silence and failure to respond. This *mubāhalah* took place at the Eid Gah in Amritsar after the *Jang-e-Muqaddas* debate was conducted at the residence of Dr. Henry Martyn Clarke.

© Islam International Publications Ltd., U. K.

